গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৯.২০১৮-২৪১ তারিখঃ ১০.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৩৫৩৪), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), এ্যানেসথেসিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দুর্গাপুর, রাজশাহী (বর্তমানে স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক ২৬.১২.২০১০ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১০-১২১৭ নম্বর স্মারকে তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৩৫৩৪)-কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৭.১২.২০১১ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১০-১৭১ নং আদেশে তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিতসহ তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময় অর্থাৎ ১৬.০৫.২০০৯ হতে ১২.০৪.২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৩৫৩৪) তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিতসহ তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময় অর্থাৎ ১৬.০৫.২০০৯ হতে ১২.০৪.২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, বগুড়ায় এটি-২১/২০১১ হতে উদ্ভুত এএটি-১২৮/২০১২ নং মামলা দায়ের করেন;

যেহেতু, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার বিজ্ঞ বিচারক ১৪.০৮.২০১২ তারিখের রায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৭.১২.২০১১ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১০-১৭১ নং আদেশ বাতিল করতঃ ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৩৫৩৪)-কেতার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী ০১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিতসহ তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময় অর্থাৎ ১৬.০৫.২০০৯ হতে ১২.০৪.২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করার পরিবর্তে ০১ (এক) বৎসরের জন্য ১টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি প্রদান ও ১৬.০৫.২০০৯ হতে ১২.০৪.২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়কে পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের রায় প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং, এটি/এএটি শাখার ২১.০৫.২০১৭ তারিখের ১০.০০.০০০০.১৩৬.৫০.১৩/১৫(মিস)-৩৮৬ নম্বর স্মারকের মতামতে এএটি মামলা নং-১২৮/২০১২ এর বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের করলে রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সময়ের অপচয় হওয়ার আশংকা আছে বিবেচনায় মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে লীভ-টু-আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

যেহেতু, দেশের সর্বোর্চ্চ আইনী পরমর্শক প্রতিষ্ঠানে সলিসিটর উইং বিষয়টি নিয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টর আপীল বিভাগ লিভ টু আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এক্ষণে বিজ্ঞ প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার ১৪.০৮.২০১৮ তারিখের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৩৫৩৪), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), এ্যানেসথেসিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দুর্গাপুর, রাজশাহী (বর্তমানে স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত)-কে ০৭.১২.২০১১ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯২.২০১০-১৭১ নং আদেশ বাতিল করতঃ তার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ০১ বৎসরের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো এবং ১৬.০৫.২০০৯ হতে ১২.০৪.২০১০ তারিখ পর্যন্ত সময়কে পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ এএটি আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তিনি আর্থিক ও চাকুরির অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৭.৩.১৯
(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৯.২০১৮-২৪১/১(১২) তারিখঃ ১০.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হল)।
৩। উপসচিব (পার-৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। সিভিল সার্জন, রাজশাহী।
৭। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৮। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দুর্গাপুর, রাজশাখ।
৯। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, দূর্গাপুর, রাজশাহী।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
১১। ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (৩৩৫৩৪), জুনিয়র কনসালটেন্ট (চঃ দাঃ), এ্যানেসথেসিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দুর্গাপুর, রাজশাহী (বর্তমানে স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত)।
১২। অফিস কপি।

(মোঃ জুবেয়ির হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

E:\momin\Order-2018\Re-ins in service.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৮-২৪৫

তারিখঃ ৩১-০৬.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (বর্তমানে সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) গত ২১.০৭.২০০৯ খ্রিঃ Rid Pharma Ltd. এর প্রস্তুতকৃত Temset suspension (paracetamol), Ridaplex syp (Vitamin B complex) এর নমুনা হিসেবে একটি করে বোতল সংগ্রহ করে সরকারি টেষ্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু, ড্রাগ আইন অনুযায়ী ০৪(চার)টি স্যাম্পল সংগ্রহের বিধান থাকলেও তিনি তা সংগ্রহের চেষ্টা না করে অসৎ উদ্দেশ্যে ড্রাগ আইনের ২৩ ধারা ভংগ করে একটি মাত্র বোতল সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেন। যেহেতু, তিনি উক্ত ঔষুধের নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদন সংগ্রহ না করে দায়িত্বে অবহেলার মাধ্যমে ড্রাগ আইনের ২৫ ধারা লঙ্ঘন করেছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২১.০৮.২০১৭ তারিখের ৩৮০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে ২৩.০৮.২০১৭ তারিখের ৩৮৩ নম্বর স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সরকারী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ১২.০২.২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ব্যক্তিগত শুনানীতে জানান, যে কোম্পানীটি ঔষধ নিয়ে অত্র মামলা সে কোম্পানীর মালিক ও কোম্পানীর কর্মচারীকে আদালত ইতোমধ্যে খালাস প্রদান করেছে এবং ঔষধের কয়টি স্যাম্পল নিতে হবে তারও নির্দেশনা ছিল না, তার পক্ষে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও আর কোন স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তার কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, যে স্যাম্পলটি পেয়েছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন, বিগত সময়েও তিনি সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন এবং বর্তমানেও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যেহেতু, তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং প্রথম বারের মত বিধায় মার্জনাপূর্বক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

যেহেতু, তিনি প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, একটি স্যাম্পল যেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে সমর্থ হন এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় সে প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করা হতে বিরত থাকার বিষয়ে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য/গাফিলতি বা সরকারী আদেশ অমান্যের প্রমাণ উপস্থাপন হয়নি। অভিযুক্তের বক্তব্য ও নথিতে সংযুক্ত কাগজপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় ঔষধ সেক্টরের মত স্পর্শকাতর, জনসম্পৃক্ত ও জনগুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরন' (বর্তমানে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরন') এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ উপস্থাপিত না হলেও শেষ সুযোগ হিসেবে এবং ভবিষ্যতে তিনি আরও সুচারুভাবে দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন, কোন প্রকার গাফিলতি/অবহেলা করবেন না এইরুপ লিখিত অংগীকার দেয়ার শর্তে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) ধারা অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে আনীত "সাময়িক বরখাস্ত" এর আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতিঅন্তে মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় চাকুরীকাল হিসেবে গণ্য হবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব
তারিখঃ ৩১.০৬.২০১৯ খ্রিঃ

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৮-২৪৫/১(৮)

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।(পত্রের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা নেয়ার পর অত্র দপ্তরকে অবহিত করার অনুরোধসহ)
২। যুগ্মসচিব (ঔষধ প্রশাসন-১),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (প্রশাসন), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারীপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৮-২৪৬ তারিখঃ ৩১.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, প্রাক্তন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক (বর্তমানে উপপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর) গত ২১.০৭.২০০৯ খ্রিঃ Rid Pharma Ltd. এর প্রস্তুতকৃত Temset suspension (paracetamol), Ridaplex syp (Vitamin B complex) এর নমুনা হিসেবে একটি করে বোতল সংগ্রহ করে সরকারি টেষ্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। যেহেতু, ড্রাগ আইন অনুযায়ী ০৪(চার)টি স্যাম্পল সংগ্রহের বিধান থাকলেও তিনি তা সংগ্রহের চেষ্টা না করে অসৎ উদ্দেশ্যে ড্রাগ আইনের ২৩ ধারা ভংগ করে একটি মাত্র বোতল সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করেন। যেহেতু, তিনি উক্ত ঔষুধের নমুনা পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারি বিশ্লেষকের প্রতিবেদন সংগ্রহ না করে দায়িত্বে অবহেলার মাধ্যমে ড্রাগ আইনের ২৫ ধারা লঙ্ঘন করেছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২১.০৮.২০১৭ তারিখের ৩৭৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনকে ২৩.০৮.২০১৭ তারিখের ৩৮২ নম্বর স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ১১(১) বিধি মোতাবেক সরকারী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন। গত ১২.০২.২০১৯ খ্রিঃ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন ব্যক্তিগত শুনানীতে জানান, যে কোম্পানীটি ঔষধ নিয়ে অত্র মামলা সে কোম্পানীর মালিক ও কোম্পানীর কর্মচারীকে আদালত ইতোমধ্যে খালাস প্রদান করেছে এবং ঔষধের কয়টি স্যাম্পল নিতে হবে তারও নির্দেশনা ছিল না, তার পক্ষে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও আর কোন স্যাম্পল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তার কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, যে স্যাম্পলটি পেয়েছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তর করেন, বিগত সময়েও তিনি সুনামের সাথে চাকুরি করেছেন এবং বর্তমানেও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যেহেতু, তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং প্রথম বারের মত বিধায় মার্জনাপূর্বক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

যেহেতু, তিনি প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, একটি স্যাম্পল যেহেতু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে সমর্থ হন এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় সে প্রয়োজনীয় স্যাম্পল সংগ্রহ করা হতে বিরত থাকার বিষয়ে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য/গাফিলতি বা সরকারী আদেশ অমান্যের প্রমাণ উপস্থাপন হয়নি। অভিযুক্তের বক্তব্য ও নথিতে সংযুক্ত কাগজপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না। তবে সার্বিক বিবেচনায় ঔষধ সেক্টরের মত স্পর্শকাতর, জনসম্পৃক্ত ও জনগুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরন' (বর্তমানে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) মোতাবেক 'অদক্ষতা' ও 'অসদাচরন') এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ উপস্থাপিত না হলেও শেষ সুযোগ হিসেবে এবং ভবিষ্যতে তিনি আরও সুচারুভাবে দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন, কোন প্রকার গাফিলতি/অবহেলা করবেন না এইরুপ লিখিত অংগীকার দেয়ার শর্তে উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) ধারা অনুযায়ী তাকে "তিরস্কার" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো এবং তার বিরুদ্ধে আনীত "সাময়িক বরখাস্ত" এর আদেশ প্রত্যাহারসহ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতিঅন্তে মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় চাকুরীকাল হিসেবে গণ্য হবে।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(মোঃ আসাদুল ইসলাম)
সচিব

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭০.২০১৮-২৪৬/১(৮) তারিখঃ ৩১.০৩.২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।(পত্রের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা নেয়ার পর অত্র দপ্তরকে অবহিত করার অনুরোধসহ)
২। যুগ্মসচিব (ঔষধ প্রশাসন-১),স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩। পরিচালক (প্রশাসন), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, উপপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮। অফিস কপি।

(মোঃ ছরোয়ার হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮